রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ১১, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন ১৪১৩/৮ অক্টোবর ২০০৬

এস, আর, ও নং ২৪৪-আইন/২০০৬।—Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976), এর section 109 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ট্রাফিক বিভাগ) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976);

(খ) "অতিরিক্ত কমিশনার" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার;

(গ) "অধঃস্তন কর্মকর্তা" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট, সাব-ইন্সপেক্টর, এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল, নায়েক ও কনস্টেবল;

(ঘ) "উপ-কমিশনার" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার এবং ক্ষেত্রমত, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

(ঙ) "উর্ধ্বতন কর্মকর্তা" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত সহকারী কমিশনার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা;

(চ) "কমিশনার" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(১) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার;

(ছ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা;

(জ) "থানা" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) এর section 4(1)(s) এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত এবং নির্ধারিত এলাকা যা প্রধানতঃ পুলিশের তদন্ত ইউনিট;

(ঝ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898);

(ঞ) "সহকারী কমিশনার" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **গঠন , নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান।**—(১) মেট্রোপলিটন এলাকার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব হইবে।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার দুইটি ট্রাফিক বিভাগে বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক বিভাগ একজন উপ-কমিশনারের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে।

(৩) একজন অতিরিক্ত উপ-কমিশনার ও কয়েকজন সহকারী কমিশনার উপ-কমিশনারকে সহায়তা করিবেন।

(৪) ইন্সপেক্টর হইতে কনস্টেবল পর্যন্ত অধঃস্তন কর্মকর্তাবৃন্দ সাধারণতঃ সড়ক ও রাস্তায় চলাচলকারী গাড়ীর গতিবিধির প্রতি নজর রাখিবেন এবং যে কোন প্রতিবন্ধকতা, যদি থাকে, অপসারণ করিবেন।

৪। **উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—উপ-কমিশনার, অতিরিক্ত কমিশনার এবং সহকারী কমিশনারগণ তাহাদের নির্ধারিত দায়িত্ব ছাড়াও কমিশনার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বও পালন করিবেন।

৫। **ট্রাফিক বিভাগের গঠন।**—(১) প্রত্যেক ট্রাফিক বিভাগ নিম্নরূপ শাখার সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রশাসনিক শাখা;

(খ) রিজার্ভ অফিস;

(গ) তদন্ত অফিস;

(ঘ) প্রসেস শাখা;

(ঙ) প্রসিকিউশন শাখা;

(চ) দাবী আদায় শাখা;

(ছ) ট্রাফিক রেকর্ড ও পরিসংখ্যান শাখা;

(জ) পরিকল্পনা ও সার্ভে শাখা;

(ঝ) সড়ক নিরাপত্তামূলক শিক্ষা ও প্রচারণা শাখা;

(ঞ) সড়ক সিগন্যাল, প্রতীক ও মার্কিং শাখা;

(ট) রিকুইজিশন শাখা;

(ঠ) ক্যাশ শাখা;

(ড) ট্রাফিক জোন; এবং

(ঢ) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ।

৬। **প্রশাসনিক শাখা।**—(১) প্রশাসনিক শাখা উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) অফিসের প্রশাসনিক বিষয়গুলি দেখাশুনা করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রশাসনিক বিষয়গুলিতে নিম্নরূপ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা ঃ—

(ক) গেজেটেড কর্মকর্তা ও বেসামরিক কর্মচারীসহ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা, সংস্থা ও ব্যক্তিদের সংস্থাপন বিষয়াদি;

(খ) সভার আয়োজন;

(গ) বিভিন্ন ট্রাফিক জোন ও বিভাগের সহিত সমন্বয় সাধন;

(ঘ) বিশেষ ট্রাফিক কর্মসূচী এবং প্রয়োজনে, জরুরী টাস্ক ফোর্স গঠন;

(ঙ) অফিস সরঞ্জামসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয়;

(চ) কেন্দ্রীয় ভান্ডার হইতে পোশাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করা এবং ট্রাফিক বিভাগের সকল সদস্যদের মধ্যে উহা যথাযথভাবে বিতরণ করা।

৭। **রিজার্ভ অফিস।**—রিজার্ভ অফিস ট্রাফিক বিভাগের সকল সদস্যের ছুটি, বদলী, পদায়ন এবং শৃংখলা, জনকল্যাণ ও সাধারণ ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দেখাশুনা করিবে।

৮। **তদন্ত শাখা।**—(১) তদন্ত শাখা ট্রাফিক সংশ্লিষ্ট সকল মামলা বা ঘটনা তদন্তের সহিত জড়িত থাকিবে।

(২) তদন্ত শাখা নিম্নরূপ পৃথক পৃথক ইউনিটে বিভক্ত হইবে, যথা ঃ—

(ক) মোটর দুর্ঘটনা তদন্ত ইউনিট;

(খ) বিশেষ তদন্ত স্কোয়ার্ড;

(গ) ছোটখাট ট্রাফিক নিয়ম ভংগ সংক্রান্ত মামলা ইউনিট।

(৩) মোটর দুর্ঘটনা তদন্ত ইউনিট থানা ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৪) কোন মটর দুর্ঘটনার তদন্ত যতক্ষণ বিশেষ তদন্ত স্কোয়াড কর্তৃক গৃহীত না হয় সেইক্ষেত্রে মোটর দুর্ঘটনা তদন্ত ইউনিট হিসাবে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে বিষয়টি তদন্ত করা।

(৫) বিশেষ তদন্ত স্কোয়াড কর্তৃক গৃহীত তদন্ত কার্যক্রম ব্যতীত অন্যান্য ট্রাফিক মামলার তদন্ত কার্যক্রম বিশেষ তদন্ত স্কোয়াডের অন্যান্য তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(৬) থানায় মোটর দুর্ঘটনার মামলা নিবন্ধিত হইবার ক্ষেত্রে, কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমের তিনটি অনুলিপি পূরণ করিবে যাহার প্রথম কপি মামলা নথিভুক্তির পর অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগের ট্রাফিক রেকর্ড ও পরিসংখ্যান শাখায় প্রেরণ করিতে হইবে, দ্বিতীয় কপি তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত শাখায় এবং তৃতীয় কপি থানায় সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৭) উপ-কমিশনার ও তাহার বিভাগের বাছাইকৃত দক্ষ ও অভিজ্ঞ তদন্তকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে বিশেষ স্কোয়াড গঠিত হইবে।

(৮) উপ-দফা (৭) এ উল্লিখিত স্কোয়াড গঠনের বিষয়টি বিভাগীয় অর্ডার বহিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৯) মৃত্যু, আহত, আহতাবস্থার কারণে হাসপাতালে ভর্তি ইত্যাদি মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা এবং যে সকল দুর্ঘটনার সহিত পুলিশের যানবাহন ও পুলিশ সদস্য জড়িত থাকে সেই সকল দুর্ঘটনাগুলি বিশেষ তদন্ত স্কোয়াডের কর্মপরিধিভুক্ত হইবে।

(১০) বিশেষ তদন্ত স্কোয়াডের জরুরী ও তাৎক্ষণিক তদন্তের প্রয়োজনে সদা প্রস্তুত থাকিবে এবং তদন্ত কার্য পরিচালনা করিবে।

(১১) ছোটখাট ট্রাফিক নিয়ম ভংগ সংক্রান্ত মামলা ইউনিট সাধারণত প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, পাবলিক বাস, ট্রাক, ক্ষুদ্র যানবাহন এবং বিদেশী ব্যক্তিদের গাড়ী সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়গুলি দেখাশুনা করিবে এবং ট্রাফিক নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মাঝে মাঝে রেইড কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং ট্রাফিক নিয়ম ভংগের কারণে ট্রাফিক আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার সংশ্লিষ্ট স্থানেই যে সকল নোটিশ প্রদান করেন সেই সকল মামলাও দেখাশুনা করিবে।

(১২) প্রত্যেক ট্রাফিক তদন্ত শাখার দায়িত্বে থাকিবেন একজন সহকারী কমিশনার যাহার পদবী হইবে সহকারী কমিশনার (তদন্ত)।

(১৩) ট্রাফিক বিভাগে তদন্তকারী কর্মকর্তার সংখ্যা কমিশনার, সময় সময়, সংশ্লিষ্ট উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) এর সহিত আলোচনাক্রমে নির্ধারণ করিবেন, তবে প্রয়োজনে, সরকার ইন্সপেক্টর জেনারেলের মাধ্যমে অতিরিক্ত মঞ্জুরী প্রদান করিবে।

(১৪) বিশেষ তদন্ত স্কোয়াডের সদস্য সংখ্যা এবং তদন্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট উপ-কমিশনার এর পরামর্শক্রমে, কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং নিরস্ত্র শাখার ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদার অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে বিশেষ তদন্ত ইউনিটের দায়িত্ব প্রদান করা হইবে।

(১৫) দুর্ঘটনা সংক্রান্ত মামলাসমূহ যথাযথভাবে পরিচলনা করিবার সুবিধার্থে তদন্তকারী সকল কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইবে।

৯। **প্রসেস শাখা।**—(১) প্রসেস শাখা ট্রাফিক সংশ্লিষ্ট মামলার গ্রেফতারী পরওয়ানা, সমনজারী এবং ক্রোকাদেশ কার্যকর করিবে।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরের কোন আদালত কোন আদেশ প্রদান করিলে এবং সংশ্লিষ্ট মামলার আসামী ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বসবাস করিলে উক্ত ক্ষেত্রে প্রসেস শাখা সংশ্লিষ্ট আদালতের আদেশ কার্যকর করিবে।

১০। **প্রসিকিউশন শাখা।**—(১) প্রসিকিউশন স্লিপ ও বাজেয়াপ্তকৃত দলিলাদি গ্রহণ, আদালতে নন-এফআইআর প্রসিকিউশন দাখিল, ট্রাফিক আইন ভঙ্গের রেকর্ড সংরক্ষণ এবং ট্রাফিক আইন ভঙ্গের কারণে আদায়কৃত জরিমানার অর্থের হিসাব রাখার বিষয়গুলি প্রসিকিউশন শাখা দেখাশুনা করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও জরিমানার অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাদান, রাজস্ব টিকিট সংগ্রহ ও উহার হিসাব রাখা, সার্জেন্টদিগকে প্রসিকিউশন স্লিপ প্রদান ও উহার যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ ও ট্যাক্সিক্যাব সংক্রান্ত তথ্য নিরীক্ষার বিষয়ে প্রসিকিউশন শাখা দায়িত্ব পালন করিবে।

১১। **দাবী আদায় শাখা।**—(১) দাবী আদায় শাখা মোটর দুর্ঘটনার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাবীকৃত ক্ষতিপূরণ বা মোটরযানের জন্য বীমাকারীর বিরুদ্ধে বা মোটরযানের জন্য বীমাকারীর বিরুদ্ধে বীমা গ্রহণকারীর দাবীকৃত অর্থের বিষয়টি নির্ধারিত ফরমে অবহিত করিবে।

(২) দাবী আদায় শাখা, কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, তদন্ত শাখার তদন্ত কার্য পরিচালনার প্রয়োজনে যে কোন তথ্য যেমন—মোটরযান সনাক্তকরণসহ মোটরযান সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলী, আহত ব্যক্তি ও মোটরযান ব্যবহারকারীর নাম ও ঠিকানা সরবরাহ করিবে।

১২। **ট্রাফিক রেকর্ড ও পরিসংখ্যান শাখা।**—(১) ট্রাফিক রেকর্ড ও পরিসংখ্যান শাখা দুর্ঘটনার স্থানের ম্যাপ, দুর্ঘটনার স্থানের অবস্থানগত নথি, চালকের লংঘনজনিত রেকর্ডও মোটরযান সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও ট্রাফিক রেকর্ড ও পরিসংখ্যান শাখা দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ এবং ট্রাফিক অপারেশন পরিকল্পনার সহিত সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ ও সার্ভে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) ট্রাফিক রেকর্ড ও পরিসংখ্যান শাখা অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ীর জাল রেজিস্ট্রেশন প্লেট ইত্যাদি সনাক্তকরণে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর সহিত সংযোগ রক্ষা করিবে।

১৩। পরিকল্পনা ও সার্ভে শাখা।—পরিকল্পনা ও সার্ভে শাখা সড়কের স্বাভাবিক ট্রাফিক প্রবাহ অব্যাহত রাখিতে কার্যকর প্রবিধান প্রণয়নসহ এতদ্‌বিষয়ে গবেষণা কার্য পরিচালনা করিবে, সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশলীদের সহিত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণকারী সরঞ্জামাদির পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে, যানবাহনের স্বাভাবিক চলাচলের উপযোগী করিয়া সড়ক অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করিবে এবং শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে নিয়মিত গবেষণা কর্ম পরিচালনা করিবে।

(২) সড়ক নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ট্রাফিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য যে সকল সংস্থা কার্যরত রহিয়াছে, পরিকল্পনা ও সার্ভে শাখা সেই সকল সংস্থার সহিত দাপ্তরিক যোগাযোগ রাখিবে।

১৪। সড়ক নিরাপত্তামূলক শিক্ষা ও প্রচারণা শাখা।—(১) সড়ক নিরাপত্তামূলক শিক্ষা ও প্রচারণা শাখা সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষা ও প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(২) সড়ক নিরাপত্তামূলক শিক্ষা ও প্রচারণা শাখা বিদ্যালয়গামী শিশু, ড্রাইভার ও বয়স্ক পথচারীদের জন্য ব্যাপক শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৩) সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বক্তৃতা, পুস্তিকা, পোস্টার, রেডিও সম্প্রচার, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বিশেষ ট্রাফিক দিবস ও সপ্তাহ উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) দেশ ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এই শাখা তার লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারী সংস্থার সহিত পারস্পরিক যোগাযোগ গড়িয়া তুলিবে।

১৫। সড়ক সিগন্যাল, প্রতীক ও মার্কিং শাখা।—ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সড়কসমূহে যানবাহনের সুষ্ঠু চলাচল ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত সিগন্যাল, প্রতীক ও মার্কিংসমূহ বিজ্ঞানসম্মত ও যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা সড়ক সিগন্যাল, প্রতীক ও মার্কিং শাখা তাহা পরিকল্পনা ও সার্ভে শাখার সহিত যৌথভাবে তাহা নিশ্চিত করিবে।

১৬। রিকুইজিশন শাখা।—রিকুইজিশন শাখার দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) যানবাহন রিকুইজিশনের নিমিত্ত রিকুইজিশন স্লিপ ইস্যুকরণ;

(খ) রিকুইজিশনকৃত যানবাহনের তথ্য সংরক্ষণ;

(গ) রিকুইজিশন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ; এবং

(ঘ) জনস্বার্থেকৃত যানবাহন রিকুইজিশনের বিষয়ে সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

১৭। **ক্যাশ শাখা।**—(১) ক্যাশ শাখা ফোর্সের বেতন ভাতা এবং উহার যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও ক্যাশ শাখা সকল ব্যক্তিগত ও জনকল্যাণমূলক তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, রেকার্স কর্তৃক সংগৃহীত অর্থের হিসাব-নিকাশ এবং ছোটখাট অর্থ সহায়তা, আর্থিক পুরস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

১৮। **ট্রাফিক জোন।**—(১) ট্রাফিক আইন কার্যকর করিবার জন্য প্রত্যেক ট্রাফিক বিভাগের অধীন উহার বিভিন্ন স্থানে একাধিক ট্রাফিক জোন থাকিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) কর্তৃক, কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, সময় সময়, প্রত্যেক ট্রাফিক জোনের এখতিয়ারাধীন এলাকা নির্ধারিত হইবে।

(৩) ট্রাফিক জোনের অতিরিক্ত হিসাবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশে ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্টের সমন্বয়ে এক বা একাধিক ট্রাফিক স্কোয়াড গঠিত হইবে যাহার কার্য সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগের প্রধান কার্যালয় হইতে পরিচালনা করিবে।

(৪) ট্রাফিক স্কোয়াডের কর্মকর্তাবৃন্দ ভ্রাম্যমান ট্রাফিক টহল এবং জরুরী ট্রাফিক ডিউটির জন্য নিযুক্ত হইবেন।

(৫) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগের জন্য ট্রাফিক জোন দায়ী থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) যানবাহন ও পথচারীদের পথ চলাচলে নির্দেশনা প্রদান, আইন অমান্যকারীদের গ্রেফতার এবং বেপরোয়া চালক ও পথচরীদের সনাক্ত করিতে সড়কের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে স্থায়ী ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ;

(খ) আইন অমান্যকারীদের সনাক্ত করিতে সড়ক সংযোগস্থল ব্যতীত অন্যান্য স্থানে অবরোধ সৃষ্টিসহ ভ্রাম্যমান টহলের ব্যবস্থা করা;

(গ) যানবাহনের অননুমোদিত গতিরোধ, বিপজ্জনক ও বেপরোয়া গাড়ী চালনা এবং যানবাহন ও চালক সংক্রান্ত স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান অপরাধ দমনে ব্যাপক এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয় এইরূপ ধাবমান মোটর সাইকেল টহলধারী পুলিশ নিয়োগ করা।

(৬) প্রত্যেক ট্রাফিক জোন, যানবাহনের সংখ্যা ও এলাকার গুরুত্ব অনুসারে বিট ও পোষ্টে বিভক্ত হইবে।

(৭) প্রত্যেক ট্রাফিক জোন একজন সহকারী কমিশনারের অধীনে থাকিবে এবং তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে আখ্যায়িত হইবেন।

(৮) সহকারী কমিশনারকে সহায়তা করিবার জন্য ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট থাকিবে যাহারা কমিশনারের পূর্বানুমোদনক্রমে উপ-কমিশনার কর্তৃক সময় সময় নিযুক্ত হইবেন।

১৯। **ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ।**—(১) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ও ইহার অপরাধ তদন্ত কেন্দ্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ হইবে।

(২) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) কর্তৃক, কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, নির্ধারিত পালাক্রমে ডিউটি ভিত্তিতে চব্বিশ ঘন্টা কার্যরত থাকিবে।

(৩) সার্জেন্ট পদবীর একজন কর্মকর্তা ট্রাফিক ডেস্ক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবে।

(৪) প্রয়োজনে যে কোন সময় ট্রাফিক সমস্যা সমাধানকল্পে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে স্ট্যান্ডবাই ফোর্স প্রস্তুত থাকিবে।

(৫) এই বিধিতে উল্লিখিত দয়িত্ব ছাড়াও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ নিম্নরূপ সাধারণ দায়িত্বসমূহ পালন করিবে, যথা ঃ—

(ক) ট্রাফিক সংক্রান্ত জনসংযোগ গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে ট্রাফিক বিষয়ে জনসাধারণের জিজ্ঞাসাসমূহের যথাযথভাবে জবাব দান এবং এতদ্‌বিষয়ে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশনসহ সকল ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমে গণপ্রচার কার্যক্রম গ্রহণ;

(খ) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ট্রাফিকের অবস্থা, ব্যস্ত সড়ক ও ব্যস্ততম সময়ের কথা বিবেচনায় লইয়া যানবাহনের চালক ও যাত্রীগণ যহাতে চলাচল করিতে পারে সেই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা প্রদান;

(গ) ট্রাফিক আইন বলবৎকরণের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সমন্বয়সাধন;

(ঘ) বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে ট্রাফিক ব্যবস্থায় সমন্বয়সাধন;

(ঙ) যানজট অপসারণ এবং দূরবর্তী ভিন্নমুখী সড়ক যানবাহন চালনার বিষয়ে অন্যান্য ট্রাফিক জোনের সহিত সমন্বয়সাধন;

(চ) ট্রাফিক বিষয়ক সংবাদ আদান-প্রদান;

(ছ) জরুরী ট্রাফিক সমস্যা মোকাবেলা;

(জ) ট্রাফিক সিগন্যাল কার্যকরতা হারাইলে সংগে সংগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) যানবাহন নিয়ন্ত্রণে কার্যরত ট্রাফিক পুলিশের তদারকি; এবং

(ঞ) উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) কর্তৃক, কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব।

২০। **সড়ক দুর্ঘটনা তদন্ত।**—(১) জীবনহানি বা মারাত্মক আঘাত সম্পর্কিত দুর্ঘটনা প্রবল সংঘর্ষজনিত দুর্ঘটনা, সংঘর্ষের ফলে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিজনিত দুর্ঘটনা, সংঘর্ষের ফলে সামান্য বা ক্ষয়ক্ষতিবিহীন ইত্যাদি সকল সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে থানাই হইবে মূল রিপোর্টিং কেন্দ্র।

(২) দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে সকল থানায় পৃথক নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) দুর্ঘটনার সংবাদ অবগত হইবার পর সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে সংবাদটি ট্রাফিক বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে অবহিত করা এবং অতঃপর সংবাদটি ট্রাফিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট জোন বা শাখাকে অবহিত করা যাহাতে নিয়ন্ত্রন কক্ষের স্ট্যান্ডবাই ফোর্স সংশ্লিষ্ট স্থানে গমন করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) দুর্ঘটনার সংবাদ অবগত হইবার পর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষের শিফ্‌ট ইন চার্জ এর দায়িত্ব হইবে দুর্ঘটনা স্থলে ডাইভার্টিং রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড বা অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ প্রেরণ করা এবং তিনি বিষয়টি উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) কে অবহিত করিবেন এবং ঘটনাটি খুবই জটিল হইলে বিষয়টি উপ-কমিশনার (সদর দফতর) এবং কমিশনারকেও অবহিত করিবেন।

(৫) মৃত্যু ও আহতসহ সকল মারাত্মক ধরণের দুর্ঘটনার সংবাদপ্রাপ্ত হইবার পর ট্রাফিক পুলিশের বিষয়ে তদন্ত স্কোয়াডের তদন্তকারী কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তদন্ত কার্য শুরু করিবেন; তবে বিশেষ তদন্ত স্কোয়াডের তদন্তকারী কর্মকর্তার আগমনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিধি-২১ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) দুর্ঘটনা ঘটাইয়া পলায়নের ঘটনা ঘটিলে পলাতক চালককে আটক করিবার জন্য ওয়ারলেস যন্ত্রের মাধ্যমে সকল স্থানে দুর্ঘটনার সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা সতর্কতার সহিত দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিবেন এবং ভৌত সাক্ষ্য প্রমাণাদিও নমুনাসমূহ সংগ্রহ করিবেন এবং প্রয়োজন মনে করিলে, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ প্রেরণের চাহিদা জানাইবেন।

(৮) তদন্তকারী কর্মকর্তা দুর্ঘটনার সহিত জড়িত যানবাহন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে পরীক্ষা করাইবেন।

(৯) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি নিশ্চিত হন যে দুর্ঘটনাটি এড়ানো সম্ভব ছিল তবে তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়াই সংশ্লিষ্ট থানায় প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফ আই আর) দাখিল করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট চালককে আটক করিবেন।

(১০) তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তদন্ত কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে এবং তিনি কার্য শুরুর চব্বিশ ঘন্টায় মধ্যে ট্রাফিক জোনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে, তাহার মন্তব্যসহ, উক্ত রিপোর্ট সহকারী কমিশনার (তদন্ত) এর নিকট অগ্রবর্তী করিবেন।

(১১) সহকারী কমিশনার (তদন্ত) উপ-বিধি (১০) এর অধীন কোন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর উক্ত তারিখের তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহিত আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিবেন।

(১২) চালকের দায়িত্বহীনতা ও বেপরোয়া গাড়ী চালনার কারণে কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে, একটি আমলযোগ্য মামলা রুজু করিতে হইবে।

(১৩) সংঘর্ষজনিত দুর্ঘটনার জন্য দায়েরকৃত মামলার ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার সকল কার্যবিবরণী এবং উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত তদন্ত সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্ধারিত কেস ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(১৪) উপ-বিধি (১৩) এ উল্লিখিত কেস ডায়েরী কার্বন কাগজের মাধ্যমে একটি অবিকল নকল রাখিতে হইবে।

(১৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার তদন্তের অগ্রগতি বিষয়ে সহকারী কমিশনারকে সর্বদা অবহিত করিবেন যাহাতে কোনরকম বিলম্ব ব্যতিরেকেই তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হইতে পারে।

(১৬) বিশেষ তদন্ত স্কোয়াড কর্তৃককৃত কোন মামলার তদন্ত বিষয়ে ট্রাফিক বিভাগের উপ-কমিশনার চূড়ন্ত আদেশ প্রদান করিবেন।

(১৭) উপ-বিধি (১৬) তে উল্লিখিত মামলা ব্যতীত অন্যান্য মামলার তদন্ত বিষয়ক চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিবেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তদন্তের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার।

(১৮) বিশেষ তদন্ত স্কোয়াড কর্তৃক মোটরযান সংগর্ষ সংক্রান্ত যে সকল মামলার তদন্ত করা হয় সেই সকল মামলা ব্যতীত অন্যান্য মামলাসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগের তদন্তকারী কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে দুর্ঘটনার স্থান পরিদর্শন করিবেন।

(১৯) উপ-বিধি (১৮) তে উল্লিখিত তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রয়োজন অনুযায়ী ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও আলোকচিত্র গ্রাহককে প্রেরণের জন্য চাহিদা জানাইতে পরিবেন।

(২০) মোটরযান সংঘর্ষ সংক্রান্ত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মোটরযানের কারিগরী পরীক্ষার জন্য সহকারী কমিশনার (তদন্ত) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিদা পত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২১) মোটরযান সংঘর্ষ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা কি কারণে এবং কোন পরিস্থিতিতে হয়েছিল তদন্ত কারী কর্মকর্তা সেই বিষয়ে তদন্ত শুরুর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাহার তদন্ত সমাপ্ত করিবেন এবং তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনারের নিকট নির্ধারিত ফরমে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করিবেন।

(২২) কোন চালকের বেপরোয়া বা দায়িত্বহীন চালনার কারণে দুর্ঘটনা হইয়াছে কিনা তদন্ত কারী কর্মকর্তা সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট চালককে দায়ী করিয়া তাহার রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং অতঃপর সহকারী কমিশনার (তদন্ত) তাহার আদেশ প্রদান করিবেন।

(২৩) আমলযোগ্য মামলার তদন্তকার্য পরিচালনা পদ্ধতি জীবনহানী ও মারত্মক আঘাতজনিত দুর্ঘটনা সংক্রান্ত মামলার তদন্তকার্য পরিচালনা পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

(২৪) কোন দুর্ঘটনার পর দোষী মোটরযান বা ড্রাইভারকে সনাক্ত করা না গেলে অথবা দুর্ঘনার কোন প্রত্যক্ষদর্শীকে পাওয়া না গেলে, সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনার সংবাদটি সম্প্রচার করিবার জন্য ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমকে অনুরোধ জানাইবার জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২৫) কোন দুর্ঘনার পর দোষী যানবাহন ও চালককে সনাক্ত করা সম্ভব হইলে এবং দুর্ঘটনা ঘটাইয়া সংশ্লিষ্ট চালক যানবাহন লইয়া পালাইয়া গেলে বিষয়টি ত্বরিৎ নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে জানাইতে হইবে।

(২৬) উপ-বিধি (২৫) এর অধীন কোন তথ্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রেরণ করা হইলে, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ বিষয়টি তৎক্ষণাৎ ওয়্যারলেস বার্তার মাধ্যমে টহল-কার, ভ্রাম্যমান ইউনিট, পার্শ্ববর্তী পুলিশ স্টেশনসমূহে প্রেরণ করিবে এবং দোষী গাড়ী ও চালককে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য নোটিশ জারী করিবে।

(২৭) মামলার বিচারের জন্য নির্ধারিত ফরমে অভিযোগ নামার সহিত কেস ডায়েরী ও কেস সারসংক্ষেপ প্রেরণ করিতে হইবে।

(২৮) তদন্তকারী কর্মকর্তাকে যত শীঘ্র সম্ভব স্কেল অনুযায়ী দুর্ঘটনা স্থলের ম্যাপ প্রস্তুত করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্কেল অনুযায়ী ম্যাপ প্রস্তুত করা সম্ভব না হইলে বিষয়টি সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইবে।

(২৯) সকল মামলার ক্ষেত্রেই অভিযোগনামার সহিত দুর্ঘটনা স্থলে ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩০) তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারী পাবলিক প্রসিকিউটরকে সম্ভাব্য সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং পাবলিক প্রসিকিউটর আদালতের সম্মুখে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য উপস্থাপন এবং মামলার শুনানীকালে আদালতে উপস্থিত থাকিয়া মামলা পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩১) কোন মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যে কারণে দোষী সাব্যস্ত হইবেন কোর্ট কর্মকর্তা তাহা উল্লেখ করিয়া একটি চূড়ান্ত স্মারক প্রস্তুত করিবেন এবং উহা তদন্ত কার্যের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনারের মাধ্যমে উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩২) পাবলিক প্রসিকিউটরের মন্তব্যসহ মামলার রায়ের একটি কপি উপ-বিধি (৩১) এ উল্লিখিত স্মারকের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(৩৩) সহকারী কমিশনার (তদন্ত) উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) এর নিকট স্মারকটি অগ্রবর্তী করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩৪) যেক্ষেত্রে কোন মামলা শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হইবে সেইক্ষেত্রে কোর্ট কর্মকর্তা তাহার চূড়ান্ত স্মারক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও দন্ডের মেয়াদ বা পরিমাণ উল্লেখ করিবেন।

(৩৫) সহকারী কমিশনার (তদন্ত) উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) এর নিকট চূড়ান্ত স্মারক অগ্রবর্তী করিবার পূর্বে তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বর্ণিত সুপারিশ, যদি থাকে, সম্পর্কে তাহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩৬) অধ্যাদেশ, Motor Vehicles Ordinance, 1983 বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন ট্রাফিক মামলা যাহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকের মাধ্যমে সূচিত হয়, উহা থানায় পেটি কেস হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগের পরবর্তী তদন্ত শাখাকে জরুরীভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৩৭) উপ-বিধি (৩৬) এ উল্লিখিত মামলা ব্যতীত অন্যান্য সকল মামলায়, যাহা ট্রাফিক কর্মচারী কেস গ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে ট্রাফিক পুলিশ কর্মকর্তা অপরাধ সনাক্তকরণের সংগে তাহার পকেট বহিতে দায়ী যানবাহনের নম্বর টুকিয়া রাখিবেন এবং সংশ্লিষ্ট জোনাল অফিসে প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগে কেস রিপোর্টটি দাখিল করিবেন।

(৩৮) উপ-বিধি (৩৭) এর উদ্দেশ্যেপূরণকল্পে প্রত্যেক ট্রাফিক পুলিশ জোনে ট্রাফিক কেস বহি সরবরাহ করিতে হইবে।

(৩৯) উপ-বিধি (৩৭) এ উল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক কেসটি সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক অফিসের প্রসিকিউশন শাখায় প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪০) প্রসিকিউশন শাখা কেস বুক গ্রহণের সংগে সংগে উহার সংশ্লিষ্ট কলাম পূরণ করিবে এবং সকল রিপোর্ট ও কেস বহির গতিবিধির খোঁজ-খবর রাখিবে এবং উহা মুভমেন্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৪১) প্রসিকিউশন শাখার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর, দায়ী গাড়ী চালকের গাড়ী চালনার পূর্ববর্তী রেকর্ড পরীক্ষা করিবেন।

(৪২) ইন্সপেক্টর সংশ্লিষ্ট চালকের ট্রাফিক আইন লংঘনের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য কিনা বা উহা ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত কিনা তাহা নির্ণয় করিবেন এবং ট্রাফিক অপরাধের ক্ষেত্রে আইনগত কার্যক্রম গ্রহণে সময় সময়, যে সকল নির্দেশনা প্রদান করা হয় তাহা অনুসরণ করিবেন এবং তিনি সর্বদা তদন্ত শাখার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

(৪৩) প্রসিকিউশন রিপোর্ট, অবিকল নকলসহ, চালান ফরমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪৪) চালান রেজিস্টারে এন্ট্রি করিয়া চালান ফরম আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪৫) মামলাসমূহ যাহাতে বিনা কারণে অনিষ্পন্ন না থাকে ইন্সপেক্টর তাহা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করিবেন।

(৪৬) কেবলমাত্র ট্রাফিক বিভাগের উপ-কমিশনার কর্তৃক সময় সময়, নির্ধারিত এলাকাসমূহে অধ্যাদেশের ধারা ৬৫, ৬৬, ৬৭ এবং ৬৮ এর অধীনকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে স্পট নোটিশ ইস্যু করিতে হইবে।

(৪৭) উপ-বিধি (৪৬) এ উল্লিখিত নোটিশের তিন কপি, নির্ধারিত ফরমে, প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪৮) নোটিশের প্রথম কপি আসামীকে প্রদান করিতে হইবে এবং উহাতে আসামীকে উপ-কমিশনারের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য নির্দেশনা থাকিবে, তবে আসামী তাহার যানবাহন ফেলিয়া পালাইয়া গেলে উক্ত ক্ষেত্রে নোটিশটি আঠাযুক্ত টেপের মাধ্যমে যানবাহনের উইন্ডশীল্ডে আটকাইয়া দিতে হইবে।

(৪৯) নোটিশের দ্বিতীয় কপি প্রসিকিউশন শাখায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং তৃতীয় কপি মামলা সূচনাকারী কর্মকর্তা সংরক্ষণ করিবেন।

(৫০) উপ-কমিশনার বা তদন্তকারী কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা আসামীর ভূতপূর্ব ড্রাইভিং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া তাহার বিবেচনা অনুযায়ী আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(৫১) সাইটেশন কেসের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক কর্মচারী প্রথমে ট্রাফিক আইন লংঘনকারী যানবাহনের নম্বর গ্রহণ করিবেন ও লংঘনের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে তাহার পকেট বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং অতঃপর পকেট বহিতে হইতে উহা সংশ্লিষ্ট থানার কেস বহিতে টুকিয়া রাখিবেন।

(৫২) শব্দ সংক্ষেপের মাধ্যমে কেস বহির শীর্ষদেশে সংশ্লিষ্ট থানার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং রেফারেন্স রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় এন্ট্রির পর কেস বহি প্রসিকিউশন সেকশনে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫৩) উপ-বিধি ৪৬—৫০ এ উল্লিখিত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য উপ-কমিশনার কর্তৃক কমিশনারের অনুমোদনক্রমে ট্রাফিক ওয়ার্ডেন নিয়োগ করা যাইবে এবং উক্ত ওয়ার্ডেন সতর্কতার সহিত নির্বাচন করা হইবে এবং তাহাদের কার্যক্রম কঠোর তদারকির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৫৪) উপ-বিধি ৫৩ এ উল্লিখিত ওয়ার্ডেনের সদস্যবৃন্দ চৌকষ, বুদ্ধিমান হইতে হইবে এবং তাহাদের নিযুক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাহাদেরকে সচেতন থাকিতে হইবে এবং তাহাদিগকে পার্থক্য নির্ধারক বিশেষ ধরনের পোষাক প্রদান করা হইবে।

(৫৫) উপ-বিধি (৫৩) তে উল্লিখিত ওয়ার্ডেন নিযুক্তির সময়ে তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র প্রদান করা হইবে যাহা তাহাদের নিযুক্তি সমাপ্ত হইবার সংগে সংগে অকার্যকর হইবে এবং তাহাদের বেতন-ভাতাদি উপ-কমিশনার 'কর্তৃক, কমিশনারের সহিত পরামর্শক্রমে, এতদ্‌বিষয়ে গঠিত তহবিল হইতে, প্রদত্ত হইবে।

২১। **দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার পর ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা।**—(১) সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার পর ট্রাফিক পুলিশ এই বিষয়ে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) জরুরী ভিত্তিতে আহত ব্যক্তিগণকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) সাক্ষী, বিশেষ করিয়া নিরপেক্ষ সাক্ষী খোঁজা, খোঁজ করা;

(গ) প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, নিকটস্থ পুলিশ ইউনিট, থানার সাহায্য গ্রহণ বা ওয়ারলেস কার প্রেরণের অনুরোধ জ্ঞাপন;

(ঘ) দুর্ঘটনা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ;

(ঙ) দুর্ঘটনাস্থলে প্রয়োজনে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের কোন কারিগরী কর্মকর্তাকে প্রেরণের জন্য বিভাগীয় সদর দপ্তরের মাধ্যমে অনুরোধ জ্ঞাপন;

(চ) দুর্ঘটনার রিপোর্ট বহিতে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সকল বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ।

(২) দুর্ঘটনা ঘটিবার পর যাহাতে ট্রাফিক ব্যবস্থায় কোন বিরূপ বা অনাকাঙ্খিত প্রভাব না পড়ে সেইলক্ষ্যে ট্রাফিক পুলিশগণ জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) দুর্ঘটনার পর সড়কে মারাত্মক কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরী হইলে উক্ত প্রতিবন্ধকতা সরাইবার জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জরুরী ভিত্তিতে রেকার্স সার্ভিসের জন্য চাহিদা জানাইতে হইবে।

(৪) ট্রাফিক পুলিশগণ পুলিশ বাহিনীর অন্যান্য সদস্যদের সহায়তায় , যদি থাকে, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ভীড় এড়াইবার জন্য যানবাহনকে বিকল্প সড়কে ঘুরাইয়া দিবে।

(৫) রাত্রীকালীন সময়ে যানবাহনসমূহ যাহাতে দুর্ঘটনাস্থলে ভিন্ন কোন সমস্যায় পতিত না হয় সেইলক্ষ্যে যানবাহনকে সতর্ক করিবার জন্য উক্ত স্থানে লালবাতি জ্বালাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৭) এর বিধান সাপেক্ষে, দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনার সহিত জড়িত যানবাহনকে যখন যে স্থানে প্রথমতঃ সনাক্ত করা সম্ভব হইবে ট্রাফিক পুলিশগণ সংশ্লিষ্ট যানবাহনকে সেই স্থানেই আটক করিয়া রাখিবে।

(৭) নিম্নরূপ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সহিত জড়িত যানবাহনকে দুর্ঘটনা স্থল হইতে সরাইবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে, যথাঃ—

(ক) আহত ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য;

(খ) যানবাহন চলাচলের স্বাভাবিক গতিপথে সংশ্লিষ্ট যানবাহন মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে;

(গ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের কারিগরী কর্মকর্তার দুর্ঘটনাস্থলে পৌছাইতে অহেতুক বিলম্ব হইলে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন দুর্ঘটনার সহিত জড়িত যানবাহন সরাইবার পূর্বে ভবিষ্যত রেফারেন্সের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট স্থানের আলোক চিত্র গ্রহণ করিতে হইবে, তবে আলোকচিত্র গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্থানে যথযথ সনাক্তকরণ চিহ্ন স্থাপন করিতে হইবে।

২২। **পথচারীদের ফুটপাত ব্যবহার।**—(১) অধ্যাদেশের ধারা ১৭ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দায়িত্বরত ট্রাফিক পুলিশ কর্মকর্তাগণ পথচারীদের ফুটপাথ ব্যবহার করাইবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থ গ্রহণ করিবেন এবং সেই লক্ষ্যে ফুটপাতসমূহ সকল সময় প্রতিবন্ধকতামুক্ত রাখিবেন।

(২) যেখানে পথচারীদের চলাচলের জন্য ফুটপাথ থাকিবে না সেইখানে পথচারীরা যাহাতে রাস্তার একপার্শ্ব দিয়া নিরাপদে চলাচল করিতে পারে ট্রাফিক পুলিশগণ তাহা নিশ্চিত করিবেন।

২৩। **ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক জনসাধারণকে সহায়তা।**—(১) ট্রাফিক পুলিশের সদস্যদের শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, সড়ক, স্পট ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেমন, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, পোস্ট অফিস, উল্লেখযোগ্য সরকারী ও বেসরকারী ভবনের অবস্থান সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকিতে হইবে যেন তাহারা উক্ত বিষয়ে জনসাধারণের জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করিতে পারেন।

(২) দায়িত্ব পালনরত ট্রাফিক পুলিশ কোন অবস্থাতেই তাহাদের মেজাজ অস্থির করিবেন না এবং অভদ্র কোন ভাষা ব্যবহার করিবেন না।

(৩) ট্রাফিক পুলিশের সদস্যগণ দৃঢ়চেতা ও কর্তব্যে অটল থাকিবেন, তবে সর্বদা বিনয়ী হইবেন এবং জনগণের জিজ্ঞাসাসমূহের পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন জবাব প্রদান করিবেন এবং কখনও তর্কে জড়াইবেন না।

২৪। **সড়কের সংযোগস্থলে গাড়ী থামাইয়া জিজ্ঞাসাবাদে বাধা।**—(১) যানবাহনের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ সড়কের সংযোগস্থলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কোন গাড়ী থামানো যাইবে না।

(২) গাড়ীর লাইসেন্স এবং গাড়ী বিষয়ক অন্যান্য বিষয়ে কোন চালককে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হইলে ট্রাফিক পুলিশ কর্মকর্তার নির্দেশনামতে এমন কোন স্থানে গাড়ী থামানো যাইবে যে স্থানে গাড়ী থামাইলে উক্ত সড়কে চলাচলকারী অন্যান্য যানবাহনের গতিধারা বাধাগ্রস্ত হইবে না।

(৩) যানবাহন যখন পার্কিং এ থাকিবে তখন পারমিট, টোকেন, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং লাইটিং উপকরণসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি পরীক্ষা করিতে হইবে।

২৫। **ট্রাফিক পয়েন্ট, বিট ও পেট্রোলের জন্য নির্ধারিত স্থান।**—(১) যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য এমন স্থানসমূহকে নির্বাচিত করিতে হইবে যে স্থানসমূহে সড়কসমূহ মিলিত হয় এবং যে স্থানসমূহে বিরামহীনভাবে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

(২) যেখানে যানবাহন সংখ্যা ও প্রবাহ অপরিবর্তিত থাকে না সেই সকল সড়কে ট্রাফিক নিয়ম-কানুন বলবৎকরণের নিমিত্ত নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে , যথাঃ—

(ক) **ট্রাফিক বিট ঃ** ট্রাফিক বিট সাধারণভাবে দুইজন কনস্টেবল সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং দুইজনের দৃষ্টিসীমানার মধ্যে ও পারস্পারিক সংকেত প্রদানক্ষম দূরত্বে তাহারা অবস্থান গ্রহণ করিবেন এবং প্রথমে একজন কনস্টেবল সড়কের মধ্যস্থলে আসিয়া গাড়ী থামাইবেন এবং অপর কনস্টেবল গাড়ী আটক করিবার জন্য তাহাকে সংকেত প্রদান করিবেন; এবং

(খ) **পেট্রোল ঃ** স্থানীয় বা সাধারণভাবে ট্রাফিক নিয়ম-কানুন লংঘনজনিত অপরাধ ধরিবার জন্য সার্জেন্ট, হেড কনস্টেবল বা কনস্টেবলকে ফুটপাথ বা যে কোন পয়েন্টে সড়কের পার্শ্বে বা সড়কের নির্ধারিত কোন অংশে নিযুক্ত রাখা যাইবে এবং উক্ত ব্যক্তিগণ লংঘনকারী গাড়ীর নম্বর নোট করিবেন ও সম্ভব হইলে, উহা নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে অবহিত করিবেন; পেট্রোল কর্তৃক গৃহীত নোট সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক জোন অফিসে প্রেরিত হইবে এবং সহকারী কমিশনার উক্ত বিষয়ে প্রসিকিউশন শুরু করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) সার্জেন্ট ও ইন্সপেক্টরগণ একান্তভাবে ট্রাফিক পয়েন্ট বিট ও পেট্রোল তদারকি করিবেন এবং তাহাদের দায়িত্ব সময় সময় পরিবর্তিত হইবে এবং এতদবিষয়ে উপ-কমিশনারের অনুমোদনক্রমে একটি স্থায়ী অফিস আদেশ প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৪) ট্রাফিক পয়েন্ট, বীট ও পেট্রোলের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ দায়িত্বপালনের সময় যাহাতে যানবাহনের প্রবাহসহ সামগ্রিক ট্রাফিক অবস্থা সম্পর্কে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় করিতে পারে সেই লক্ষ্যে তাহাদিগকে ওয়ারলেস সেট প্রদান করিতে হইবে।

২৬। গাড়ী পার্কিং।—(১) জনসাধারনের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন যানবাহন যাহাতে উহার গতি দীর্ঘসূত্র না করে বা দাঁড়াইয়া না থাকে বা কেহ পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে না পারে যাহা যানবাহনের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ ক্ষতিগ্রস্থ করিতে পারে বা জনজীবনের জন্য অসুবিধাজনক হয় সেইলক্ষ্যে ট্রাফিক পুলিশ অধ্যাদেশের ধারা ১৭ এর অধীন প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-বিধি(১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশনার অধ্যাদেশের ধারা ২৫ এর অধীন প্রবিধান প্রণয়ন করিবেন।

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উপ-কমিশনার, কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সক্রিয় সহযোগীতায় সুবিধাজনক স্থানসমূহে স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে উক্ত স্থানে যানবাহসমূহ ভাড়ায় চলিবার জন্য অপেক্ষায় থাকিতে পারে এবং জনাকীর্ণ বাণিজ্য এলাকা ও পাবলিক রিসোর্ট এর আশেপাশে প্রাইভেট যানবাহন পার্কিং এর জন্য স্থান নির্ধারণ করিয়া দিবে।

২৭। ট্রাফিক জোনের কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।—(১) ট্রাফিক জোনে একজন সহকারী কমিশনার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) তাঁহার অধীনস্থ ফোর্সের শৃংখলা, প্রত্যাহার, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, জনকল্যাণ এবং আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা সংক্রান্ত বিষয় দেখাশুনা করা এবং অধঃস্তন কর্মকর্তাদের কাজকর্ম গভীরভাবে তদারক করা;

(খ) প্রতিদিন দুইবার, সকালে একবার এবং বিকালে একবার দাপ্তরিক চিঠিপত্র নিরীক্ষা করা;

(গ) তাহার এলাকার সড়কসমূহের ট্রাফিক বিষয়ক প্রচারণা গভীরভাবে পর্যাবেক্ষণ করা এবং ভিড় ও ট্রাফিক জ্যামের ক্ষেত্রে ত্বরিৎ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) তাহার এলাকার ট্রাফিক বিষয়ক সমস্যাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং দুর্ঘটনা এবং ট্রাফিক জ্যামের সমভাব্য সমাধানের বিষয়ে উপ-কমিশনারকে (ট্রাফিক) পরামর্শ প্রদান করা;

(ঙ) যে সমস্ত এলাকায় ট্রাফিক আইন-কানুনের প্রয়োগ ঘাটতিপূর্ণ সেইসমস্ত এলাকায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রেইড পরিচালনা করা;

(চ) বিভাগীয় সদর দপ্তরের এখতিয়ারের বাহিরে বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা তৈরী ও পরিচালনা করা;

(ছ) মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলাকালীন সংশ্লিষ্ট সড়কের ট্রাফিক ব্যবস্থার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(জ) ট্রাফিক সংকেত, সড়ক চিহ্ন, স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং উহাদের কোন ত্রুটি দেখা দিলে তদবিষয়ে ট্রাফিক প্রচারণার জন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষে রিপোর্ট করা;

(ঝ) যে সমস্ত এলাকায় সাধারণতঃ শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সড়ক অতিক্রম করিয়া থাকে সেই সমস্ত এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উক্ত এলাকায় বিশেষ প্রতীক ও সিগন্যাল স্থাপনের ব্যবস্থা করা;

(ঞ) উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহিত আলোচনাক্রমে, সময় সময় ট্রাফিক আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা প্রদানের জন্য হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবলদের ইন সার্ভিস রিফ্রেসার্স-কোর্স এর আয়োজন করা;

(ট) সম্ভব হইলে নিয়মিতভাবে তাহার জোনে নৈশকালীন হাজিরার সময় উপস্থিত থাকিবেন এবং তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ট্রাফিক সরঞ্জামাদি পরিদর্শন করিবেন;

(ঠ) জোনাল অফিসের সাধারণ ডায়েরী পরীক্ষা করিবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তাহার মন্তব্যসহ মূল কপিটি তাহার বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন;

(ড) জোনের সকল কেস যাহাতে অতি দ্রুত কনস্টেবলদের পকেট বহি হইতে লিপিবদ্ধ হয় এবং প্রসিকিউশন শাখায় প্রেরিত হয় তদলক্ষ্যে জোনের সকল মামলা- মোকদ্দমা যথাযথভাবে তদারক করা; এবং

(ঢ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

২৮। **ট্রাফিক জোনে সংযুক্ত ইন্সপেক্টরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—ট্রাফিক জোনে সংযুক্ত ইন্সপেক্টরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) জোনের সহকারী কমিশনার (ট্রাফিক) এর সকল আইনগত কার্যাবলীতে সহায়তা করা;

(খ) এখতিয়ারাধীন এলাকায় ট্রাফিক সার্জেন্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সময়মত কর্মস্থলে প্রেরণ নিশ্চিত করণ এবং তাহাদের কাজকর্ম তদারক করা;

(গ) এখতিয়ারধীন এলাকায় যানবাহনের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিকূলতা, যদি থাকে, অপসারণ করা;

(ঘ) সড়ক দুর্ঘটনা এবং ট্রাফিক জ্যামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানে যত দ্রুত সম্ভব উপস্থিত হওয়া ও বিধি ২১ এ উল্লিখিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং উক্তরূপ পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের গুণাবলী প্রর্দশন করা;

(ঙ) জরুরী পরিস্থিতিতে অধঃস্তন কর্মকর্তাদের সহিত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা;

(চ) জোনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শৃংখলা, দক্ষতা আত্মবিশ্বস ও নৈতিকতা এবং জনকল্যাণ এবং এতদ্‌বিষয়ে সহকারী কশিশনারের পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং

(ছ) সহকারী কমিশনার বা অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পারন করিবেন।

২৯। **ট্রাফিক জোনে সংযুক্ত সার্জেন্ট এর দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—ট্রাফিক জোনে সংযুক্ত সার্জেন্টগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন বিট বা পেট্রোল ট্রাফিক আইন-কানুনসমূহ বলবৎ করা এবং যানবাহনের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ তদারক করা;

(খ) ডিউটির সময় কোন ক্রমেই তাহার বিট বা পেট্রোল ত্যাগ না করা এবং দুর্ঘটনার ঘটিলে যথাসম্ভব দ্রুতগাতিতে ঘটনাস্থলে পৌছা এবং উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) ডিউটিতে থাকালীন সর্বদা চৌকষ, সতর্ক ও পরিচ্ছন্ন থাকা;

(ঘ) তাহার বিটে কর্মরত হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবলগণের কার্যক্রম তদারক করা এবং তাহারা যথাযথ পুলিশ পোষাক পরিহিত ও চৌকষ অবস্থায় রহিয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(ঙ) ডিউটির সময় তিনি তাহার অধিনস্থ সকল হেডকনস্টেবল ও কনস্টেবলের পকেট বহি স্বাক্ষর করা;

(চ) মোটর সাইকেল পেট্রোলের ক্ষেত্রে, পেট্রোল এর সময় যখন তাহার অধীনস্ত হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবলের সহিত স্বাক্ষাৎ ঘটিবে, তখন তাহাদের পকেট বহি স্বাক্ষর করা;

(ছ) মোটর সাইকেল পেট্রোল এর ক্ষেত্রে প্রধানতঃ ট্রাফিক নিয়ম-কানুন বলবৎ করা এবং বেপরোয়া ও ঝুঁকিপূর্ণ গাড়ী চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(জ) তাহার নিকট প্রেরিত সকল কাগজপত্রের প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করা এবং তাহার উপর ন্যস্ত আদালতের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াবলী যথাসময়ে সম্পাদন করা;

(ঝ) সড়ক ও ফুটপাত যাহাতে অবৈধ দখলদারদের দখলে চলিয়া না যায় তাহা নিশ্চিত করা এবং ট্রাফিক বিষয়ক প্রকাশনাসমূহ নিয়মিত হয় তাহা তদারক করা;

(ঞ) হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবলদের কেস বহি, রেফারেন্স রেজিস্টার ও পকেট বহি নিরীক্ষা করা এবং দাপ্তরিক পরিদর্শনের অংশ হিসাবে সাধারণতঃ সকালে তাহাদের ব্যারাক পরিদর্শন করা;

(ট) সহকারী কমিশনার এবং জোনের ইন্সপেক্টরের তত্ত্বাবধানে থকিয়া জোনের শৃংখলা ও প্রশাসনিক বিষয়াদি দেখাশুনা করা, সড়কের শৃংখলা রক্ষা করা এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সময় সময় ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

৩০। **সশস্ত্র সাব-ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—ট্রাফিক বিভাগের সশস্ত্র সাব-ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) ব্যারাকে জনকল্যাণ তথা শৃংখলামূলক কর্মকর্তা হিসাবে কার্য সম্পাদন;

(খ) ব্যারাকে অবস্থানকারীদের দূর্দশার প্রকৃত কারণ উৎঘাটন এবং উপ-কমিশনার বা অতিরিক্ত উপ-কমিশনারের নির্দেশমত প্রতিকারের ব্যবস্থ করা;

(গ) ট্রাফিক পুলিশের সদস্যদের জোনের বিভিন্ন স্থানে গতিবিধির হিসাব রাখিবার জন্য জোন ভিত্তিক মুভমেন্ট রেজিস্টার সংরক্ষণ করা;

(ঘ) প্রত্যহ রাত্রি ৯ ঘটিকায় হাজিরা লইবার সময় উপস্থিত থাকা;

(ঙ) ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যেকদিন সকাল ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্যন্ত ব্যারাকে ও উহার সহিত সন্নিহিত অফিসসমূহ পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত রাখা;

(চ) ব্যারাক ও অফিস পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মেসের কার্যাবলী দেখাশুনা করা;

(ছ) ব্যারাকের ও অফিসের ঝাড়ুদারদের কাজকর্ম তদারক করা;

(জ) ট্রাফিক সদস্যদের ডিউটিতে প্রেরণ সংক্রান্ত নথি পরীক্ষা করা এবং ডিউটিতে যাইবার পূর্বে তাহাদের ডিউটির বিষয় ধারণা প্রদান করা;

(ঝ) ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জোনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সহায়তা করা;

(ঞ) ব্যারাক ও অফিসে সরকারী সম্পদের সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণ করা;

(ট) জোনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ফোর্সে নিযুক্ত ইন্সপেক্টরকে সহায়তা করা এবং নৈশকালীন হাজিরার ব্যবস্থা করা;

(ঠ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া কার্য সম্পাদন করা।

৩১। **জোনে সংযুক্ত হেড কনস্টেবলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—জোনে সংযুক্ত হেড কনস্টেবলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) দলের সদস্যগণ যথাযথভাবে পুলিশ পোষাক পরিহিত কিনা এবং গাড়ী চালক ও পথচারীদের সহিত উত্তম ব্যবহার করেন কিনা তদ্‌বিষয়ে তদারক করা এবং উহাদের যে কোন অপরাধ সার্জেন্টকে অবহিত করা;

(খ) তাহার দল ডিউটির জন্য বাহিরে যাইবার সময় যথাযথভাবে দলকে মার্চ করাইয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া;

(গ) সড়কে ডিউটিরত তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রাফিক সদস্যগণের সহিত নিয়মিত সাক্ষাত করা এবং সাক্ষাতকালে কনস্টবলদের পকেট বহিতে এই মর্মে স্বাক্ষর করা;

(ঘ) অধীনস্ত কনস্টেবলগণের ডিউটিকালীন সময়ে কাজকর্মের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি তাহার নজরে আনা হইলে তদবিষয়ে নির্দেশনা দান কর এবং সংশোধন করা এবং ট্রাফিক আইন কানুন মান্য হয় কিনা তাহা তদারক করা;

(ঙ) সড়কে ডিউটিকালীন সময়ে বিনয়ী হওয়া এবং ভাল আচরণ করা।

৩২। **কনস্টেবলদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—ট্রাফিক জোনে সংযুক্ত কনস্টেবলগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) চৌকষ ও পরিচ্ছন্ন পুলিশী পোষাক পরিধান করা;

(খ) উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সকল নির্দেশনা পালন করা;

(গ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল বিধিমালা ও প্রবিধান মালা মানিয়া চলা;

(ঘ) দায়িত্ব পালনকালে সর্বদা বিনয়ী থাকা;

(ঙ) ডিউটি এবং নৈশকালীন হাজিরার সময় সময়মত উপস্থিত হওয়া;

(চ) নির্দিষ্ট কোন স্থানে ডিউটির সময় সর্ব্দা খেয়াল রাখা যাতে যথাযথভাবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ট্রাফিক সিগন্যাল মান্য করা হয়;

(ছ) অতিরিক্ত ফোর্স হিসাবে সড়কের সংযোগস্থলে পেট্রোল ডিউটির সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো তদারক করা, যথা—

(অ) ট্রাফিক নিয়ম-কানুন যাহাতে লংঘন না হয়;

(আ) সিগন্যাল মান্য করিয়া যাহাতে পথচারীরা পারাপার হয়;

(ই) হকার কর্তৃক যাহাতে ফুটপাত ও সড়ক দখল না হয়;

(ঈ) ট্রাফিক সংক্রান্ত বিধি-নিষেধসমূহ যাহাতে বলবৎ হয়;

(উ) ভিক্ষুক যাহাতে সড়কের উপর না আসিতে পারে এবং বিরক্তিকরভাবে মোটর গাড়ীর আরোহীর বিরক্তি উৎপাদন না করে;

(জ) ট্রাফিক সংক্রান্ত প্রকাশনা যাহাতে স্বাভাবিক গতিতে ও বাধাহীনভাবে চলিতে পারে তা তদারক করা;

(ঝ) উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা অনুসরণ করা এবং ডিউটির সময় সর্তক থাকা;

(ঞ) ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভদ্রভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তাহার পকেট বহিতে অমান্যকারী গাড়ীর নম্বর লিপিবদ্ধ করা ও জোনাল অফিসে প্রত্যাবর্তনের পর যতশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট কেস সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করা।

৩৩। **সদর দপ্তরের ট্রাফিক ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—প্রত্যেক ট্রাফিক বিভাগের সদর দপ্তরে শহর ও ট্রাফিক শাখার ইন্সপেক্টরকে একটি একক ক্রিয়াশীল প্রশাসনিক যন্ত্র হিসাবে মাঠ পর্যায়ের ইউনিট ও সদর দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার জন্য ন্যস্ত করা হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ইন্সপেক্টর ট্রাফিক ইন্সপেক্টর-১ হিসাবে আখ্যায়িত হইবেন এবং উক্ত ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) উপ-কমিশনারের নির্দেশনা অনুসারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার ব্যবস্থা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ফোর্স নিযুক্ত করা ;

(খ) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে ট্রাফিক ফোর্স নিযুক্ত করা ;

(গ) ট্রাফিক বেতার যোগাযোগ পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

(ঘ) প্রয়োজনে ট্রাফিক ডিউটি তদারক করা ;

(ঙ) ট্রাফিক বিভাগের সদস্যদের বেতন, ভাতা, ভ্রমণভাতা, দৈনিক ভাতা এবং বিবিধ বিল রক্ষণাবেক্ষণ করা ;

(চ) ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত স্ট্যাম্প উত্তোলন, বিতরণ এবং হিসাব সংরক্ষণ ;

(ছ) রেকার্স তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ করা ;

(জ) ট্রাফিক আইন, ব্যারাক ও মেসের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্যবর্ধন নিশ্চিত করা;

(ঝ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

৩৪। **কনস্টেবলগণের ট্রাফিক বিভাগে পদায়ন।**—(১) কনস্টেবলগণ মূলতঃ ট্রাফিক বিভাগে পদায়নের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

(২) তুলনামূলকভাবে অল্প বয়স্ক, স্বাস্থ্যবান ও ভাল আচরণের কনস্টেবলগণকে উক্ত পদের জন্য নির্বাচিত করিতে হইবে।

(৩) ট্রাফিক প্রশিক্ষণ স্কুল হইতে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর নব নিয়োগপ্রাপ্তদের বিশেষ চাহিদার প্রেক্ষিতে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রশিক্ষণ একাডেমীতে একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স সমাপ্ত করাইতে হইবে।

(৪) কাজের প্রকৃতি বিবেচনাক্রমে হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবল নির্বাচনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করিতে হইবে।

৩৫। **সরঞ্জাম ও পোষাক**।—(১) ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে ট্রাফিক বিধি ও প্রবিধি লংঘনকারীদের চিহ্নিত করিতে ও অপরাধীদের আটক করিবার কাজে সহায়তা হয় এইরূপ সুক্ষ্ম অনুভূতিশীল ইলেকট্রনিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হইবে।

(২) ট্রাফিক বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের পর্যবেক্ষণ প্রণালীর সহিত উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সরঞ্জামাদির সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সরঞ্জামাদি ব্যবহার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সরঞ্জামাদির সহিত সাধারণ সরঞ্জাম যেমন, ওয়ারলেস সেট, রিফ্লেক্টিং বেল্ট, ফ্লাসিং লাইট, টর্চ লাইট এবং বাঁশি সরবরাহ করিতে হইবে।

(৫) ট্রাফিক পুলিশের একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পোষাক থাকিবে যাহা তাহাদিগকে তাহাদের আইনগত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করিবে।

(৬) পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে পরিচিতির সহিত ট্রাফিক পুলিশের পোষাকের মোটামুটি অভিন্নতা থাকিবে।

(৭) ট্রাফিক পুলিশের প্রত্যেক সদস্যকে তিন সেট পোষাক সরবরাহ করিতে হইবে যেন, প্রত্যেকবার ডিউটি শুরু করিবার সময় তাহাদিগকে চৌকষ ও পরিচ্ছন্ন দেখায়।

(৮) বিশেষ কিছু সরঞ্জামাদি যেমন, ছাতা, রেইন কোর্ট, গামবুট, ইত্যাদি ট্রাফিক পুলিশকে সরবরাহ করিতে হইবে।

৩৬। **পুরস্কার ও শাস্তি**।—(১) পুরস্কার প্রদান ও শাস্তি আরোপের বিষয়টি পুলিশ সদস্যদের চাকুরীর একটি উৎসাহব্যঞ্জক প্রকৃতি হিসাবে স্মরণ রাখিতে হইবে।

(২) ভাল কাজের জন্য ট্রাফিক পুলিশের সদস্যগণ পুরস্কারের মাধ্যমে প্রশংসিত হইবেন এবং ছোটখাট ভুল-ত্রুটি মৌখিকভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে সংশোধিত হইবেন।

৩৭। **বিভাগ ও জোনের অফিসসমূহে ব্যবহৃত ফরম ও রেজিস্টারসমূহ**।—বিভাগের ও জোনের অফিসে এই বিধিমালার পরিশিষ্ট এ উল্লিখিত ফরম ও রেজিস্টার ব্যবহার করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট

(বিধি-৩৭ দ্রষ্টব্য)

ট্রাফিক বিভাগ

ক অংশ

বিভাগীয় অফিস

১। ডি. ও রেজিস্টার (D.O Register)

২। বিলিবন্দেজ রেজিস্টার (Disposition Register)

৩। যোগদান সংক্রান্ত রেজিস্টার (Joining Register)

৪। পারিবারিক রেশন সংক্রান্ত রেজিস্টার (Family Ration Register)

৫। প্রসিডিং রেজিস্টার (Proceeding Register)

৬। বরখাস্ত সংক্রান্ত রেজিস্টার (Suspension Register)

৭। অর্ডারলি রুম রেজিস্টার (২ পর্ব)

৮। নিশ্চিতকরণ রেজিস্টার (Confirmation Register)

৯। নৈমিত্তিক ছুটির রেজিস্টার (Casul Leave Register)

১০। অর্জিত ছুটির রেজিস্টার (Earn Leave Register)

১১। শ্রান্তি বিনোদন ছুটির রেজিস্টার (Rest and Recreation Leave Register)

১২। চিকিৎসা ছুটির রেজিস্টার (Medical Leave Register)

১৩। হাসপাতালে ভর্তির রেজিস্টার (Hospital Admissoin Register)

১৪। অননুমোদিত অবস্থান সংক্রন্ত রেজিস্টার (Overstay Register)

১৫। মাস্টর রোল রেজিস্টার (Master Roll Register)

১৬। জ্যেষ্ঠতা সংক্রান্ত রেজিস্টার (Gradation Register)

১৭। বেতন বৃদ্ধির রেজিস্টার (Increment Register)

১৮। বেতন সমন্বয় রেজিস্টার (Pay Fixation Register)

১৯। পুরস্কার সংক্রান্ত রেজিস্টার (Reward Register)

২০। ছোটধরণের শাস্তি প্রদান বিষয়ক রেজিস্টার (Minor Punishment Register)

২১। বড়ধরণের শাস্তি প্রদান বিষয়ক রেজিস্টার (Major Punishment Register)

২২। শাস্তিমূলক ড্রিল রেজিস্টার (Punishment Drill Register)

২৩। প্রাতঃকালীন রিপোর্ট রেজিস্টার (Morning Report Register)

২৪। গ্রেফতারী পরোয়ানা রেজিস্টার (Warrant Register)

২৫। জব্দ তালিকার অর্জিত ছুটির রেজিস্টার (Seizure Register)

২৬। ট্রেজারী চালান রেজিস্টার (Treasury Challan Register)

২৭। নন-এফআইআর রেজিস্টার (Non-FIR Register)

২৮। কেস রেকর্ড রেজিস্টার (Case Record Register)

২৯। ক্যাশ রেজিস্টার (Cash Register)

৩০। কল্যাণ রেজিস্টার (Welfare Register)

৩১। সরকারী সম্পত্তি রেজিস্টার (Government Property Register)

৩২। ফাইন রেজিস্টার (Fine Register)

৩৩। ফাইল ইনডেক্স (File Index)

৩৪। রিকুইজিশন রেজিস্টার (Requisition Register)

৩৫। পত্র গ্রহণ রেজিস্টার (Register of Letters)

৩৬। পত্র প্রেরণ রেজিস্টার (Register of Letters Dispatched)

৩৭। পিয়ন বহি (Peon Book)

খ অংশ

জোনাল অফিস

১। সাধারণ ডায়েরী (General Diary)

২। পত্র গ্রহণ রেজিস্টার (Register of Letters Received)

৩। পত্র প্রেরণ রেজিস্টার (Register of Letters Dispatched)

৪। অসুস্থতা সংক্রান্ত রেজিস্টার (Sick Register)

৫। রাত্রিকালীন ডিউটি রেজিস্টার (সার্জেন্ট) [Duty Register (Sergeants) for night]

৬। নৈশকালীন ডিউটি রেজিস্টার (হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবল) [Duty Register (Head Constable & Constable) for night]

৭। প্রাত্যহিক ডিউটি রেজিস্টার (সার্জেন্ট) [Daily Duty Register (Sergeants)]

৮। প্রাত্যহিক ডিউটি রেজিস্টার (হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবল) [Daily Duty Register (Head Constable & Constable)]

৯। নৈমিত্তিক ছুটির রেজিস্টার (Casual leave Register)

১০। বিলিবন্দেজ রেজিস্টার (Disposition Register)

১১। রিকুইজিশন রেজিস্টার (Requisition Register)

১২। সরকারী সম্পত্তি রেজিস্টার (Government Property Register)

১৩। চেকপোষ্ট রেজিস্টার (Check Post Register)

১৪। পকেট বহি রেজিস্টার (Pocket Book Register)

নোটঃ সরকারী প্রিন্টিং প্রেস হইতে উল্লিখিত ফরম সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে কমিশনার সরকারকে অবহিত করিয়া উহার যথাযথ তদারকিতে অন্য কোন প্রিন্টিং প্রেস হইতে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত ফরমসমূহ ছাপানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী
উপ-সচিব (পুলিশ)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।